JAN. 25 2001

দৈনিক সংবাদ

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার কারণে নকল প্রতিরোধে জাতীয় প্রচেষ্টা ভেস্তে যেতে বসেছে

চাঁদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অসাধুতা ও দায়িত্ববোধের অভাবে নকল প্রতিরোধে জাতীয় প্রচেষ্টা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বোর্ডের নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে তারা ডুপ্লিকেট মার্কশিট, কলেজ ও স্কুল পরিবর্তনের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা করে নকলবাজ ছাত্রছাত্রীদের তাদের পছন্দমত স্কুল ও কলেজ থেকে আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে চাঁদপুরের জেলা প্রশাসন পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে কঠোর হওয়ায় জেলার নকলবাজ ছাত্রছাত্রীরা চাঁদপুর ছাড়তে শুরু করে। এক্ষেত্রে তাদের প্রথম পছন্দসই কেন্দ্র ছিল কুমিল্লা জেলার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশেষত এইচ-এসসির ছাত্রছাত্রীরা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন কুমিল্লা শহরে অবস্থিত দুটি এবং বড়ুয়া থানায় অবস্থিত একটি ডিপ্লোমা ইন কমার্স কলেজের দিকে ছুটতে থাকে। এসব কলেজে ভর্তি, পাঠদান, পরীক্ষার ফলাফল পদ্ধতি এবং কলেজগুলোর পরিবেশ বড় অদ্ভুত। চতুর্থ বিষয়সহ মোট ছয়টি বিষয়ে ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে ৯০০ নম্বরই থাকে স্ব স্ব কলেজ শিক্ষকদের হাতে। বাকি ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কুমিল্লা সার্ভে ইনস্টিটিউটে। যেখানে না যান ম্যাজিস্ট্রেট, না প্রশাসনের কোন কর্মকর্তা। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। চলে নকলের মহোৎসব। আর কলেজ শিক্ষকদের হাতে যে ৯০০ নম্বর থাকে, তার মধ্যে ৬০০ থেকে ৭০০ পর্যন্ত নম্বর শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়লে বা তাদের পেছনে খরচাপাতি করলেই ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে যায়। ফলে পাস কেন, প্রথম ডিভিশন ও স্টারমার্ক পাওয়া পানির মতো সহজ ব্যাপার হয়ে যায়। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম মোতাবেক এসব কলেজে ভর্তি হতে হলে কমপক্ষে এসএসসিতে ২য় বিভাগ থাকতে হয়। কিন্তু কে মানে কার কথা। ৩য় বিভাগ বা রেফার্ডপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত অবলীলায় ভর্তি হচ্ছে।

আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব কলেজে ভর্তি হতে এসএসসির মূল মার্কশিট, কলেজ ও বোর্ড পরিবর্তনের অনুমতিপত্র— এসব কিছুই লাগে না। এমনকি নির্ধারিত কোন সময়ও মানা হয় না। চূড়ান্ত পরীক্ষার আগ মুহূর্তেও ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দেয়া যায়। কলেজগুলোতে পড়ালেখার কোন বালাই নেই। সকাল সাড়ে ১০টা বা ১১টায় ক্লাস শুরু হয়। আবার ১টা না বাজতেই শেষ।

ছাত্রছাত্রীরাও খুব একটা কলেজে যায় না বা ক্লাস করে না। কলেজের পরীক্ষা-গুলোতেও চলে নকলের প্রতিযোগিতা। চূড়ান্ত পরীক্ষার ফরম পূরণ চলে পরীক্ষার ১৫/২০ দিন আগ পর্যন্ত। সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ওইসব কলেজের এহেন শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে লেখালেখির কল্যাণে কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষ যেসব ছাত্রছাত্রী ভর্তির সময় মূল মার্কশিট কলেজ ও বোর্ড পরিবর্তনের সনদ জমা দেয়নি, তাদের সেটা জমা দেয়ার অনুরোধ করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে চাঁদপুরে এর আগে যারা বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়েছিল এবং সে সময় তাদের ওইসব কলেজে এসএসসির মূল মার্কশিট জমা দিতে হওয়ায় এবং বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক এসব মার্কশিট নকলের সুযোগ সন্ধানী ছাত্রছাত্রীদের ফেরত না দেয়ায় তারা এখন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে ডুপ্লিকেট মার্কশিটের জন্য জড়ো হচ্ছে। মার্কশিট হারানোর মিথ্যে জিডি করে দৈনিক পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে এসব কাগজপত্র নিয়ে বোর্ডের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দালালদের শরণাপন্ন হচ্ছে। মোটা অংকের টাকা খরচ করে তারা সেসব তুলেও আনছে। কুমিল্লা হাউজিং এস্টেট এলাকায় অবস্থিত একটি ডিপ্লোমা ইন কমার্স কারিগরি কলেজেই এমন মার্কশিট বেশি জমা হচ্ছে বলে জানা গেছে।